পারিশ্রমিক ছাড়াই দুই হাজার কিডনি প্রতিস্থাপন করলেন ডা. কামরুল ইসলাম

সংগৃহীত ছবি

দেশে মানবিক চিকিৎসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত গড়েছেন অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলাম। এখন পর্যন্ত তিনি দুই হাজারের বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন করেছেন, যার বিপরীতে কোনো সার্জন ফি নেননি। শুধু তাই নয়, নিয়মিত রোগী দেখেন মাত্র ৪০০ টাকা ভিজিটে, অনেকের কাছ থেকে সেটুকুও নেন না।

মঙ্গলবার রাজধানীর শ্যামলীর সিকেডি অ্যান্ড ইউরোলজি হাসপাতালে সফলভাবে শেষ হয় তার দুই হাজারতম কিডনি প্রতিস্থাপন। দেশে মোট যত কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে, তার বড় একটি অংশই তার নেতৃত্বাধীন টিমের মাধ্যমে হয়েছে। ২১ সদস্যের চিকিৎসক দলে রয়েছেন ১১ জন বিশেষজ্ঞ, আর সফলতার হার প্রায় ৯৬ শতাংশ।

বিদেশে কিডনি প্রতিস্থাপনে যেখানে ৩০ থেকে ৫০ লাখ টাকা লাগে, সেখানে ডা. কামরুলের হাসপাতালে খরচ মাত্র দুই লাখ টাকার কিছু বেশি। অস্ত্রোপচারের পর নিয়মিত ফলোআপ, পরীক্ষা এবং হাসপাতালে থাকা রোগীদের খাবারও দেওয়া হয় বিনা খরচে।

ডা. কামরুল ইসলাম মনে করেন চিকিৎসা কেবল পেশা নয়, এটি ইবাদতের মতো একটি দায়িত্ব। রোগীর কষ্ট কমানো, ভয় দূর করা আর বিপদ থেকে উদ্ধার করাই তার কাজের মূল লক্ষ্য। এই দর্শন থেকেই তিনি ২০১৪ সালে নিজের সঞ্চয় ও বন্ধুদের সহায়তায় সিকেডি হাসপাতাল গড়ে তোলেন, যেখানে বর্তমানে ৪৫০ জনের বেশি কর্মী কাজ করেন এবং অনেকের আবাসন ও খাবারের ব্যবস্থাও হাসপাতাল থেকেই দেওয়া হয়। রোগীদের কাছে তিনি আস্থার প্রতীক, তাই অনেকেই বিদেশে চিকিৎসার প্রস্তুতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত তার কাছেই ফিরে আসেন, কারণ তারা এখানে সেবা ও বিশ্বাস দুটোই পান।

এই মানবিক চিকিৎসকের পেছনে বড় অনুপ্রেরণা তার মা অধ্যাপিকা রহিমা খাতুন, যিনি মুক্তিযুদ্ধে স্বামী হারানোর পরও সন্তানদের গড়ে তুলেছেন শিক্ষা ও মানবিকতার আদর্শে। সাধারণ জীবনযাপন করা ডা. কামরুল ইসলাম নিজের আয়ের বড় অংশই ব্যয় করেন রোগীদের কল্যাণে। মানবসেবাকে জীবনের ব্রত বানানো এই চিকিৎসক তাই কেবল একজন সার্জন নন, তিনি মানুষের সেবক।